দৈনিক ইত্তেফাক

07 APR 1990

বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়াছে

আজ হইতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার ক্লাস শুরু হইবে। একজন ছাত্রনেতার হত্যাকাণ্ডের পটভূমিতে ব্যাপক অরাজকতার মুখে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হইয়া যায়। ইতিমধ্যে সাবেক ভিসি পদত্যাগ করিয়াছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক ডঃ এম, মুনিরুজ্জামান মিয়া নূতন ভিসি নিযুক্ত হইয়াছেন। ইতিপূর্বে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ হইতে বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়া দেওয়ার এবং সেই সাথে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস বন্ধের জোর দাবী উত্থাপিত হইয়াছিল। আমরাও যথাসময়ে বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়া দেওয়ার পর, প্রশাসন, ছাত্র, শিক্ষক অভিভাবক সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরাইয়া আনার উপরে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্যদের সহিত আলাপ-আলোচনাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রেসিডেন্ট এরশাদও সন্ত্রাস দমন ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ পুনঃ প্রতিষ্ঠায় প্রশাসনের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসমুক্ত ও কার্যকরভাবে বহিরাগত অনুপ্রবেশ রোধ ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ ও কার্যকর উপায় উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও আইন-শৃংখলা বাহিনীর কর্মকর্তাদের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হন। নূতন ভিসি ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস বিরোধী জনমত গড়িয়া তোলার আহ্বান জানাইয়া অভিভাবকদেরও এই ধরনের কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার উপরে গুরুত্ব আরোপ করেন। একই সঙ্গে তিনি সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় প্রদান না করার জন্য সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি আহবান জানান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করেন।

প্রকাশিত একটি খবর হইতে জানা যাইতেছে যে, গত দশ বৎসরে ঢাকা ভার্সিটি সর্বমোট ৫ বৎসর বন্ধ ছিল। যে সময়ে ভার্সিটি খোলা ছিল, সেই সময়েও যে যথারীতি ক্লাস হইয়াছে তাহা বলা যায় না। ইহার ফলাফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, তিন বৎসরের অনার্স কোর্স শেষ হইতে ৫ বৎসর এবং কখনওবা ৭ বৎসর সময় লাগিতেছে। শিক্ষাজীবন শেষ করার আগেই বহু শিক্ষার্থীর চাকুরীর বয়ঃসীমা পার হইয়া যাইতেছে। ফলে ড্রপ আউটের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। সঙ্গতিসম্পন্ন বহু অভিভাবকই তাহাদের সন্তান-সন্ততিদের বিদেশে পাঠাইতেছেন লেখাপড়ার জন্য। আর দেশের সাধারণ ছাত্র ও অভিভাবক সমাজকে পোহাইতে হইতেছে সেশনজট ও অন্যান্য ধকল। দেশে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে। বেকার তরুণদের একাংশ উপায়ান্তর না পাইয়া সমাজবিরোধী নানান অপকর্মে লিপ্ত হইয়া পড়িতেছে এবং গোটা দেশের মান-মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে দেশে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্রমাবনতি লক্ষ্য করা যাইতেছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক সংকট ও সামাজিক অবক্ষয় শুধু আমাদের দেশেই নয়, পার্শ্ববর্তী ভারত-পাকিস্তানসহ তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশেই বিদ্যমান। কিন্তু ভারত কিংবা পাকিস্তানেরও রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক সঙ্কট সেখানকার শিক্ষা জীবনকে আমাদের দেশের মত এত নিদারুণভাবে ব্যাহত ও বিপর্যস্ত করিতে পারে নাই। ৬০ ও ৭০ দশকে নকশালী সন্ত্রাসের সময়ও প্রতিবেশী ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস বন্ধ হয় নাই কিংবা ওই সব দেশের ছাত্রছাত্রীদের সেশনজটের সম্মুখীন হইতে হয় নাই। অথচ প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসাবে এককালে পরিচিত ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এহেন দুরবস্থা আমরা বছরের পর বছর ধরিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া চলিয়াছি। এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দুরবস্থাই প্রভাবিত করিয়াছে দেশের অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়কেও। পরিণতিতে দেশ হিসাবে আমরা শুধু পশ্চাৎপদ হইতেছি না, জাতি হিসাবেও আমরা অধঃপতনের শেষ সীমানায় আসিয়া উপনীত হইয়াছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা দেশের অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি শুধু ইদানীংকালেই হইতেছে না, আগেও হইয়াছে। আসলে রাজনীতি নয়, রাজনীতির নামে অরাজনৈতিক কার্যকলাপ, হিংসা-বিদ্বেষ পরামতঅসহিষ্ণুতা, জেদ, গোঁয়ার্তুমি, হঠকারিতা ও শ্বেত সন্ত্রাস যেমন দেশের অন্যত্রও অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়া থাকে, তেমনি ওইসব নীতিহীন কার্যকলাপের দরুন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশও কলুষিত হয়। ইতিমধ্যে ২২টি ছাত্র সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী ও অরাজনৈতিক পরিবেশ দূরীকরণের যে আহ্বান জানাইয়াছে—আমরা পুনরায় সেই দিকে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি এবং আশা করিতেছি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসহ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পরিস্থিতি অবশ্যই স্বাভাবিক হইয়া আসিবে এবং বিশ্ববিদালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সুনিশ্চিত হইবে। অস্ত্র সরবরাহের উৎসে হাত দিতে না পারিলে বিশ্ববিদ্যালয় যে চলিতে পারিবে না, তাহা এখন সকলেই উপলব্ধি করিতেছে।